Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৬ জুলাই, ২০২১

৪৪ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৫ জুলাই, ২০২১, সোমবার, ২০ আষাঢ়, ১৪২৮

কলকাতায় ছাত্র-যুবদের উপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ জুন : কলকাতা কর্পোরেশনের সামনে ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনগুলির এবং বিধাননগরে স্বাস্থ্যভবনের সামনে বাম কর্মীদের উপর পুলিশের দমন পীড়নের প্রতিবাদে বর্ধমান জেলাজুড়ে বিক্ষোভ ও মিছিল হয়। বর্ধমান শহরে ছাত্র-যুব-মহিলারা মিছিল করে এসে থানায় এফ.আই.আর করেন ভ্যাকসিন দুর্নীতি কাণ্ডে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। পূর্বস্থলীর নপাড়া মোড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটি এলাকার বিভিন্ন বাম গণসংগঠনগুলির কর্মীরা।

বুদবুদের ছাত্র-যুব-মহিলা, কৃষক-খেতমজুর, শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ সকাল ১০.৩০-টা সময় বুদবুদ থানায় ভ্যাক্সিন দুর্নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে বুদবুদ বাজার এলাকায় মিছিল করে বিক্ষোভ কর্মসূচি ও থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

গুসকরায় প্রতিবাদী মিছিল শহরের বাজার পরিক্রমা শেষে স্টেশন মোড়ে এসে রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ ভাবে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এখানে বিক্ষোভ চলাকালীন কসবা কাণ্ড ছাড়াও মেডিকেল কলেজে লক্ষ লক্ষ টাকার জীবনদায়ী ওষুধ নিয়ে তৃণমূলের যেসব নেতা ও বিধায়কেরা যুক্ত তাদেরও উপযুক্ত শাস্তির দাবি তুলে বক্তব্য রাখা হয়।

মেমারি থানায় ডি ওয়াই এফ আই, এস এফ আই, মহিলা সমিতি, সিআইটিইউ এই চারটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মেমারি চকদিঘী মোড় সিআইটিইউ অফিসের সামনে জমায়েত হয় এই চারটি সংগঠনের কর্মীরা। সেখানে সপ্তাহব্যাপি চলছিল রেড ভলেন্টিয়ারদের শ্রমজীবী ক্যান্টিন। আজ শেষ দিন, সেখানে একটি সভা হয় বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ জেলা সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত কোঙার। বক্তব্য শেষে মিছিল করে থানায় এসে থানার গেটের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান চারটি সংগঠনের কর্মীরা। ছয় জনের একটি প্রতিনিধিদল মেমারি থানার ও.সি-র হাতে ডেপুটেশন কপি তুলে দিলেন। মেমারি থানার ওসি দেবাশীষ নাগ কপি পড়ে বলেন আমি এই কপি উদ্ধর্তন কতৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবো।

হুল দিবস পালিত জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ জুন : সিধু কানুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, সারাদিন ধরে ফুটবল খেলা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি, মহিলাদের নৃত্যগীতি, মহান আদিবাসী বিদ্রোহের অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে হুল দিবসকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকার আদিবাসী সমাজ। সারা ভারত কৃষকসভা, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন, আদিবাসী অধিকার মঞ্চ ও পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী মঞ্চের উদ্যোগে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়েছে। বর্ধমান শহরের ইছলাবাদে হুল দিবস পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ ছিল এর মূল উদ্যোক্তা।

আউশগ্রামের শোকাডাঙ্গা লক্ষীগঞ্জ যাদবগঞ্জ দিগনগর সহ বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামের মানুষ কোথাও নিজ গ্রামের আবার কোথাও যৌথভাবে এই দিনটিকে সকাল থেকে রাত অবধি পালিত হয়। অমরপুর দেবশালা সহ বিভিন্ন এলাকাতেও দিনটি গভীর মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়।

সকালে শোকাডাঙ্গার গ্রামের অনুষ্ঠানটি ছিল যেমন বর্ণময়, তেমনি লক্ষীগঞ্জগ্রামে সারাদিন ধরে আদিবাসীদের মধ্যে একদিনের যুব ফুটবল খেলাকে ঘিরে জড়ো হয়েছিলেন আশেপাশের গ্রামের অসংখ্য আদিবাসী মা ও বোনেরা। যাদবগঞ্জে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানগুলির নেতৃত্বে ছিলেন আদিবাসী নেতা সুমঙ্গল বাস্কে, মিহির সরেন, মদন হাঁসদা, সুশান্ত ঘোষ, গৌতম রায়, সুরেন হেমরম সহ অন্যান্যরা।

গলসী অঞ্চলের খেতুড়া আদিবাসী পল্লীতে। আদিবাসী সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ আদিবাসী লকু সরেন। স্থানীয় আদিবাসী নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৬৬ বছর পূর্তি দিবসে ধাত্রীগ্রামে শ্রদ্ধার সাথে হুলদিবস পালিত হয়। কালনা ১ নং ব্লক কমিটির যৌথ উদ্যোগে এদিন এই কর্মসূচি সংগঠিত হয়। হুল দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা শেষে অসহায় মানুষের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সবশেষে অসহায় মানুষের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শ্রদ্ধায় পালিত কালনার শহিদ দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ জুলাই : যতদিন সমাজের বুকে শোষণ-বঞ্চনা অত্যাচার থাকবে, ততদিনই কমিউনিস্ট ও লাল ঝাণ্ড থাকবে। কারো ক্ষমতা নেই কমিউনিস্ট বা লাল ঝাণ্ডাকে শেষ করার। যতই কর্পোরেট স্নেহধন্য মিডিয়ায় প্রচার করা হোক না কেন কমিউনিস্ট পার্টি শেষ হয়ে গেছে। কালনা স্টেশন চত্বরে অনুষ্ঠিত ৫০তম শহিদ দিবসের স্মরণ সভায় বলেন সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যা অঞ্জু কর। সভা পরিচালনা করেন দলের কালনা শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। স্মরণসভা শুরুর আগে পতাকা উত্তোলন, শহিদবেদিতে মাল্যদান করে কালনার ৫২ জন শহিদকে শ্রদ্ধা জানান শহিদ পরিবার পরিজন ও বিভিন্ন গণসংঠনের নেতৃবৃন্দ। ১৯৭১ সালের ২ জুলাই রাত্রে এই কালনা স্টেশনেই কংগ্রেসি ঘাতক বাহিনীর হাতে শহিদ হন সিপিআই(এম)-এর বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহাদেব ব্যানার্জী। তাঁর আগে ও পরে শহিদ হন আরো ৫১ জন সিপিআই(এম) নেতা ও কর্মী। এই ৫২ জন শহিদকে স্মরণ করতে প্রতি বছর ২ জুলাইকে শহিদ দিবস হিসাবে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে আসছে কালনার মানুষ। এদিন সকাল ৮টার মধ্যেই কালনা স্টেশন চত্বরে জমায়েতের পর পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদিতে মাল্যদান, স্মরণ সভা শেষে শুরু হয় বর্ণাঢ্য মিছিল। কালনা শহর পরিক্রমার পাশাপাশি রাস্তার পাশে থাকা শহিদবেদীগুলিতে মাল্যদান করা হয়। শেষে কালনার চকবাজারে অবস্থিত শহিদ মহাদেব ব্যানার্জির আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। সেখানে মহাদেব ব্যানার্জির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান নেতৃবৃন্দ। এখানে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সুকান্ত কোনার।

শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতিতে চিকিৎসক দিবসে ডাঃ আশিষ ব্যানার্জীকে সম্মাননা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়-এর জন্মদিন ও প্রয়াণ দিবস ১ জুলাই। এই দিনটি উদ্‌যাপিত হয় জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসেবে। বর্ধমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতিও এই দিনটি পালন করে শহরে বিশিষ্ট চিকিৎসকদের মধ্যে একজন সংবর্ধনা জানিয়ে। এবছর শহরের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ আশিষরঞ্জন ব্যানার্জীকে সম্মাননা জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অশোক দণ্ডপাট, বক্তব্য রাখেন ট্রাস্ট বোর্ডের পক্ষে অরিন্দম কোঙার। ডাঃ আশিষরঞ্জন ব্যানার্জী প্রমুখ। ডাঃ বানার্জী শহিদ শিবশঙ্কর চৌধুরীর স্মৃতিচারণ করে বলেন, তিনি দলমত নির্বিশেষে আর্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ধীরেন্দ্রনাথ সুর। বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক সহ বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শ্যামসুন্দর বেরা প্রযোজিত বিধানচন্দ্র রায় ও বর্ধমান বিষয়ক একটি শর্ট ফিল্ম দেখানো হয়। এদিন চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে কোভিড যোদ্ধা চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মহিলাদের শিশুখাদ্য বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ জুলাই : আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে শিশুখাদ্য বিতরণ করা হয় সংগঠনের জেলা দপ্তর কাছারিরোড থেকে। সংগঠনের বর্ধমান শহরের দুটি এরিয়া কমিটির নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এদিন বড়নীলপুর বাজারেও শিশুদের খাদ্য বিতরণ করা হয়। মহিলা সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত থেকে শিশুখাদ্য তুলে দেন।

বর্ধমানে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে ও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ২ জুলাই সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির বর্ধমান থানায় বিক্ষোভ

দিন ফিরছে না ফেরিওয়ালাদের

কিশোর মাকর : ফেরিওয়ালা। এ কোনো সিনেমার গল্প নয়। সূর্য ওঠার আগে সাইকেলে হরেক রকমের ডাঁই পোষাক। প্রতিদিন ৫০ মাইল ফেরি করে সূর্যাস্তের পর ফেরে ১০/১০ ডেরায় ফেরা। সারাদিন শরীরের ওপর বয়ে যায় রোদ, জল, ঝড়, সাপের হিসহিস শব্দ, বজ্রপাতের ভ্রুকুটি। তবুও ফেরে না সংসারের হাল। ৮ জনের সংসারে মাথায় চেপেছে ২০,০০০ টাকা দেনা। এরা ফি বছর বর্ধমান থেকে মুর্শিদাবাদে ভোট দিয়ে আসে। ভোট আসে যায়,কিন্তু ১৬ বছর ধরে হাড়ভাঙা খাটুনি ফেরিওয়ালার সংসারে বাড়ে দেনা। হাল ফেরে জনপ্রতিনিধিদের। এই করোনাকালে সম্পদ বাড়ে কর্পোরেটদের। অভাব বাড়ে দিন আনা দিন খাওয়া লোকেদের।

এরা মানে বর্ধমানের কেষ্টপুরে থাকা ৫০ জনের ডেরা। মুর্শিদাবাদ থেকে ছেলে সংসার ফেলে ঘুপচি-ঘুপচি ডেরায় থাকা ফেরিওয়ালা। করোনাবিধি মানা যাদের কাছে বিলাসিতা। ঘরভাড়া বাঁচাতে গাদাগাদি করে থাকা, খাওয়া। বরং করোনা কেড়ে নিয়েছে রোজগার জানালেন ৬২ বছরের আনসারুল হক। সাইকেলে চেপে বিড়িতে সুখটান দিয়ে জানালেন ১৬ বছরের কাহিনি। গত লকডাউনে ছমাস বসে খেয়ে তিল তিল করে জমানো সঞ্চয় শেষ হয়েছে। মোদির হঠাৎ লকডাউন ঘোষণা খুশির ঈদে পরিবারের জন্য নেমে আসে বিষাদের ছায়া। নতুন পোশাক নিয়ে যেতে পারিনি। এ যেন বারুই-এর চাল ফুটো। দুয়ারে, দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছি নতুন পোশাক অথচ আমার দুয়ারে পোশাক জোটেনি। আমার বড়ো ছেলে ইসরাইল সেও আমার সঙ্গে ফেরিওয়ালা। বাড়িতে ৮ জনের সংসারে গত লকডাউন থেকে অভাব নিত্যসঙ্গী। এবার ভোট দেওয়ার জন্য বাড়ি এসে ঈদে সকলে মিলে খুশির ঈদে মিলেছি। গ্রামের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছে বহুকাল পরে। এবারে আবার লকডাউন

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২১

'নতুন চিঠি'-র শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এবারে লেখা ই-মেল-এ পাঠাতে হবে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২১। লেখা পাঠানোর Mail Id : sharadiyanc@gmail.com

নতুন চিঠি

৫ জুলাই, ২০২১

এবার নিশানায় চলচ্চিত্র

মোদী-শাহের দুঃশাসনের নতুন নমুনা 'Cinematograph Amendment Bill 2021'। যদিও এটা এখনো আইনসভায় পেশ করা হয়নি—এর খ্যানডাটা জনসমক্ষে আনা হয়েছে, দুরভিসন্ধি আঁচ করে এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন চলচ্চিত্র জগতের বহু গুণীজন। হিন্দু, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ডেকান হেরাল্ড পত্রিকায় এই বিলের বিরদ্ধে লেখালিখি হয়েছে। অভিনেতা তথা পরিচালক কামাল হাসান এ নিয়ে টুইট করে লিখেছেন— ''Cinema, media and the literati cannot afford to be three iconic monkeys of India'' এই বিলের বিরুদ্ধে মুখ খোলাই গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চক্রান্তের অন্যতম দাওয়াই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। শাবানা আজমী, অনুরাগ কাশ্যপ, বেত্রী মারান, নন্দিতা দাস, সঞ্জয় বনশালি সমেত ১৪০০ চলচ্চিত্র নির্মাতা এক খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রকে। এসবের প্রয়োজন হল কেন?

ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ইতাদি বিবিধ সমাজ মাধ্যমের যুগে স্বাধীন মত প্রকাশ কোনোভাবেই আটকানো সম্ভব নয়। গোটা পৃথিবী তাই যখন 'সেন্সরসিপ' তুলে দিচ্ছে, ভারত তখন পিছন দিকে হেঁটে সেন্সরসিপ আইন আরো আঁটোসাঁটো করতে উদ্যোগ নিয়েছে, তাও আবার অপছন্দের মতকে ছেঁকে আটকানোর শয়তানি মতলবে। চলচ্চিত্র জগতে মত প্রকাশের স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ এতাবৎ ছিল। একটি ফিল্ম সার্টিফিকেশন এ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল। সেন্সর বোর্ড তুঘলকি সিদ্ধান্ত নিলে সেখানে আবেদন করা যেত এবং সুফল মিলত। দুমাস আগে এই ট্রাইবুনাল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল, সুপ্রিম কোর্টের ২০০০ সালের একটি রায়, যাতে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ফিল্মের ওপর সরকারি খবরদারির অধিকার নাকচ করে দেওয়া হয়। রায়টিকে পাশ কাটানো যাচ্ছে না, তাই সরকার নতুন আইন করতে চায়, যার মূল বক্তব্য অধিকতর স্বাধীনতা নয়, অধিকতর নিয়ন্ত্রণ। ৬ (১) সেকশনে সরকার যে নতুন বয়ান ঢুকিয়ে তার মূল কথা—যে সমস্ত চলচ্চিত্র অতীতে সার্টিফিকেট পেয়েছে তাদেরও পুনর্বিবেচনা করা যাবে—একেবারে কবর থেকে শব তুলে পরীক্ষার ব্যবস্থা পাকা। অর্থাৎ সরকার হয়ে উঠতে চলেছে 'সুপার সেন্সর'—মানে এই আইন হলো সরকার-বিরোধী বা সরকারি দর্শন-বিরোধী কোনো চলচ্চিত্রেই আর প্রদর্শিত হতে পারবে না।

মোদী জমানায় বর্তমান অঘোষিত জরুরি অবস্থায় প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানই শুধু বিপন্ন নয়, শিল্পসাহিত্য যা সভ্যতার দর্পণ তা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে উঠেছে। সঞ্জয় বনশালির 'পদ্মাবত' (২০১৮) বা অনীক দত্তর 'ভবিষ্যতের ভূত' (২০১৯) বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর অপছন্দের হয়েও প্রদর্শিত হতে পেরেছে, কারণ সর্বোচ্চ আদালতের রায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের পথে বাধা হয়ে আছে। তাই আইন করে সে পাঁচিল ভাঙার আয়োজন। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। এক্ষেত্রেও ফিল্ম পাইরেসি অর্থাৎ ছবির চোরাবাজার আটকানোই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে দাবি করা হয়েছে। ভুললে চলবে না, চোর সাধুর ছদ্মবেশ নেয় নজর এড়াতে। মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন মতপ্রকাশের পথ আটকানোই হবু আইনের হিডন অ্যাজেন্ডা বা গোপন মতলব। এ বিপদ তাই শুধু চলচ্চিত্রশিল্পে যুক্ত মানুষজনের নয়, সকলের। এর বিরুদ্ধে সকলকেই প্রতিবাদমুখর হতে হবে।

শহিদ স্মরণে রক্তদান কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১লা জুলাই : কালনার ৫২ জন শহিদ স্মরণে কালনায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ডিওয়াইএফআই কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে চকবাজারে সিপিআই(এম) দপ্তরের নিচে অনুষ্ঠিত শিবিরে ৬০ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। যার মধ্যে ৯ জন মহিলা। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অয়ণাংশু সরকার। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে বক্তব্য রাখেন অরুণাংশু সরকার, প্রাক্তন যুবনেতা ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী প্রমুখ। প্রতি বছর এই শহিদদের স্মরণে ২ জুলাইকে শহিদ দিবস হিসাবে পালন করে আসছে কালনার মানুষ। এদিন ৫০ বছর ধরে একটানা রক্তদান শিবির সংগঠিত করে আসছে যুব সংগঠন। সেই ঐতিহ্য মেনেই এদিন রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

ঘোষিত এবং অঘোষিত জরুরি অবস্থা সেকাল-একাল

সেখ সাইদুল হক

জরুরি অবস্থা

৪৬ বছর আগে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মধ্যরাতে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরউদ্দিন আলি আহমেদের মাধ্যমে সংবিধানের ৩৫২ নং ধারা বলে সারা দেশে অভ্যন্তরীণ অশান্তির কারণ দেখিয়ে জরুরি অবস্থা জারি করে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের ফলে তাঁর নির্বাচনের জয়লাভ বাতিল হলে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে সারাদেশে গণআন্দোলন গড়ে উঠেছে। ইন্দিরা গান্ধী চেয়েছিলেন স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মাধ্যমে দেশ চালাতে। এই পটভূমিতে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দেশজুড়ে আন্দোলন যখন দুর্বার হচ্ছে তখন ইন্দিরা গান্ধী, পুত্র সঞ্জয় গান্ধী ও সিদ্ধার্থশংকর রায়-এর মতো কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকর্মীর পরামর্শে সারাদেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। সমস্ত বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো। সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকারের ১৪ নং ধারা, ২১ নং ধারা, ২২ নং ধারাকে নস্যাৎ করা হলো। যেখানে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার, রাজনীতি করার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিসরের অধিকারের কথা বলা আছে তা সব বাতিল হলো। 'মিসা' (Maintenance of Internal Security Act) আইন লাগু করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক সহ সরকারের কাছে সন্দেহজনক এমন ১ লক্ষের বেশি মানুষকে কারাবন্দী করা হলো। সারাদেশে ২০৮টি দৈনিক পত্রিকা, ও ১৮৩৪টি সাপ্তাহিক কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হলো। আকাশবাণীতে ১৭টি রবীন্দ্র সঙ্গীতের সম্প্রচারও বন্ধ করে দেওয়া হলো। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য ১৯৭১ পরবর্তী সময় হতেই আধাফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস কায়েম হয়েছিল। ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হলেন। কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটল। অবশ্য ইন্দিরা গান্ধী পরে জরুরি অবস্থা জারির জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে নানা টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হলেও জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত।

অঘোষিত জরুরি অবস্থা

২০১৪ সালের মে মাসে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন, আর.এস.এস পরিচালিত বিজেপি সরকার (এন.ডি.এ জোট এখন কার্যত নেই) ক্ষমতায় আসে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই সারাদেশে কর্পোরেট তোষণ এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের এক মিশেল তৈরি করেছে এবং সেই মিশেলকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে একদিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামে ভয় ও ভীতির পরিবেশ তৈরি করছে, অপরদিকে সামাজিক ক্ষেত্রে রাজনীতির সাথে ধর্মকে মিশিয়ে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা বিভাজন গড়ে তোলা হয়েছে। বিরোধী মতাবলম্বীদের আক্রমণের লক্ষবস্তু বানিয়ে এক হিন্দুত্ববাদী জো-হুজুর ধর্মীয় সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছে। মোদি সংবিধানের যে মূল মর্মবস্তু গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো—তাকেই ভেঙে ফেলতে চাইছে। জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ বিলুপ্তি ও মর্যাদা হ্রাস; রামন্দির নির্মাণ, ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন ও নাগরিকপঞ্জির প্রচেষ্টা সেই লক্ষ্যে ধাবিত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি কর্পোরেটদের স্বার্থে একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে। সংসদীয় ব্যবস্থাকে ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে তোয়াক্কা না করে, নোটবন্দী, অপরিকল্পিতভাবে জি.এস.টি লাগু করা, কৃষক-বিরোধী তিনটি কৃষি আইন রচনা করা, শ্রমিক-বিরোধী শ্রমকোড বানানো, ব্যাঙ্ক বিমা, রেলসহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে ব্যক্তি-মালিকানায় তুলে দিতে চাওয়া, পেট্রোল-ডিজেলের ইচ্ছামতো দাম বৃদ্ধির সুযোগ কোম্পানিগুলিকে দেওয়া, কর্পোরেটদের স্বার্থে ট্যাক্স ছাড়াও খেলাপী ঋণ মুকুব করা—এইসব পদক্ষেপ শ্রমিক-কৃষক সহ শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবনে যন্ত্রণা নামিয়ে এনেছে। মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে, বেকারত্ব রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়েছে, জাতীয় গড় আয় বৃদ্ধি নিম্নগামী হয়েছে। এক কথায় দেশের অর্থনীতি আজ বিপন্ন। আর এসবের বিরোধিতা করলেই তাঁদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীর তকমা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁদেরকে জেলে ভরা হচ্ছে। স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থা সি.বি.আই, ইডিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। জনবিরোধী সরকারি সিদ্ধান্তের যাঁরা বিরোধিতা করছেন—তাঁদের অনেককেই দানবীয় ইউ.এ.পি.এ আইনে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। নাগরিকত্ব সংশোধন আইন ও নাগরিক পঞ্জীকরণ বিরোধী আন্দোলনগুলিতে যুক্তদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দেওয়া হচ্ছে। 'শাহিনবাগ' আন্দোলনকে ভাঙতে দিল্লিতে দাঙ্গা সংগঠিত করা হয়েছে, দিল্লি পুলিশকে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ দাঙ্গা-বিরোধীদের নামেই মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। 'শহুরে নকশাল' নাম দিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের, মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জামিয়া মিলিয়া, জওহরলাল ইউনিভারসিটি, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙতে তাদের উপর পুলিশী ও শাসক দলের গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে, অনেককে জেলে ভরা হয়েছে।

গোটা দেশে এক ধরনের অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালে ৩৫২ ধারা জারি করেছিলেন, বর্তমান মোদি সরকার সবকিছু মুক্ত রেখেও অবরুদ্ধ করে রেখেছেন প্রতিবাদের ও স্বাধীন মতপ্রকাশের যে-কোনো কণ্ঠস্বরকে, সংবিধান অনুসারে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কুক্ষিগত করে আর.এস.এস ভাবাদর্শে পরিচালিত ব্যক্তিদের বসিয়েছেন, বিচারব্যবস্থা, এমনকি সেনাবাহিনীর মাথায় এমন ব্যক্তিদের বসাচ্ছেন যাঁরা মোদি সরকারের পছন্দের তালিকায়। পছন্দের আমলাদের নর্থ ও সাউথ ব্লকে নিয়ে এসে জো-হুজুর আমলা বাহিনী গড়ে তুলছেন। জরুরি অবস্থার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সমস্ত পদক্ষেপগুলি এখন সমানভাবে বিদ্যমান। তাই বলা যায় ৩৫২ নং ধারা ঘোষণা না করেও অঘোষিত জরুরি অবস্থা দেশময় জারি করেছে মোদী সরকার।

করোনা মোকাবিলায় মোদি সরকার ব্যর্থ হয়েছে। অথচ করোনা মোকাবিলার নামে ২০২০ সালের ২৪ মার্চ মধ্যরাত হতে ৪ ঘন্টার নোটিশে লকডাউন জারি করলেন। এই ঘোষণা একদিকে যেমন পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনে, অসংগঠিত শিল্পশ্রমিকদের জীবনে, কৃষকদের জীবনে যন্ত্রণা নামিয়ে আনলো, তেমনি সমস্ত প্রতিবাদকে স্তব্ধ করার নামে মানুষকে গৃহবন্দী করা হলো। আর এই লকডাউন পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে মোদি সরকার জনবিরোধী কৃষি আইন, শ্রম কোড, বিদ্যুৎ আইন রচনা করলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে ব্যক্তি মালিকদের হাতে তুলে দিলেন, অহিসাবকৃত পি.এম. কেয়ার্স ফাণ্ড তৈরি করলেন, করোনায় অর্থ বরাদ্দ না করে নয়া দিল্লি সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়িয়ে তার কাজকর্ম জারি রাখলেন। এই পরিস্থিতিকে নিও-ইমার্জেন্সি ছাড়া আর কি বলা যাবে? আর মোদির এই সব কাজের পিছনে মদত জোগালো কর্পোরেট লবি, ধান্ধা পুঁজির সেবকেরা, আর তাদের পরিচালিত গণমাধ্যম গদিমিডিয়া। সারা দেশ জুড়ে এই আমলে আর.এস.এস-এর অসংখ্য শাখা গড়ে উঠেছে। তারা মোদি সরকার বর্ণিত দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যেমন বিষদগার গড়ে উগ্র দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিল তেমনি মোদির কাজের সমর্থনে একটি জনভিত্তি গড়ে তুলতে তৎপর হলো। এই শতাব্দীর অন্যতম তাত্ত্বিক নোয়াম চমস্কি মোদির এইসব কাজকে 'Genocidal' অর্থাৎ একটি জাতির পরিকল্পিত ধ্বংসসাধন বলে অভিহিত করেছেন। সোশাল মিডিয়া বর্তমানে একটি ধারালো মাধ্যম। আর তাই সেখানেও মোদি সরকার সেই কণ্ঠস্বরকে বন্ধ করতে আই.টি এ্যাক্টের বদল আনছেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শন আইনের বদল আনতে চাইছেন। অর্থাৎ কোনো সমালোচনা চলবে না। এটাও জরুরি অবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য।

মিল-অমিল

ইন্দিরা জামানার ঘোষিত জরুরি অবস্থা এবং মোদি জামানার অঘোষিত জরুরি অবস্থায় মিল হলো উভয়েই গণতন্ত্র নস্যাৎ করে স্বৈরতান্ত্রিক পথে দেশ চালানোয় বিশ্বাসী। উভয় জমানাতেই নাগরিক অধিকার, মুক্ত চিন্তা ও বাক-স্বাধীনতার পরিসর আক্রান্ত। উভয় জামানাতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ বা দপ্তরের মন্ত্রীদের না জানিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ছোট কোটারী গঠন করে কাজ করা—যেমন ইন্দিরা-সঞ্জয়, হাকসার, তেমনি মোদি-অমিত শাহ, ডোভাল ইত্যাদি।

কিন্তু অমিলের দিকটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমানের অঘোষিত জরুরি অবস্থার প্রভাব গভীরতর ও সুদূরপ্রসারী। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা জামানায় শাসকদল রাজনৈতিক সমাজের (Political Society) একটি অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে গণতন্ত্রের ওপর আঘাত নামিয়ে এনেছিল। কিন্তু মোদি জামানায় শাসক দল রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজের উপর (Civil and Political Society) নিয়ন্ত্রণ জারি রেখে গণতন্ত্রের উপর আঘাত নামিয়ে এনেছে। ইন্দিরা আমলে এই গণতন্ত্র হরণ ও স্বৈরতান্ত্রিক পথে দেশ শাসন কোনো আদর্শগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল না। সেটা ছিল নিজের ও পরিবারের ক্ষমতা লিপ্সার প্রতিফলন এবং নিজের জনমোহিনী ইমেজ ধরে রাখা। কিন্তু মোদি জামানার অঘোষিত জরুরি অবস্থার অবস্থান হলো একটি আদর্শ ভিত্তির উপর। আর সে আদর্শ হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের আদর্শ—হিন্দুত্ববাদের আদর্শ। প্রাতিষ্ঠানিক ইন্দিরা অপেক্ষা ব্যক্তি ইন্দিরা অনেক বড় ছিল। কিন্তু ব্যক্তি মোদির চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক মোদি বড়। মোদি আর.এস.এস-এর সেবক। তাঁর চমক ধর্মী, জনসম্মোহনী বক্তৃতা, কর্পোরেটকে তুষ্ট করে তাদের পাশে থাকার দক্ষতা মোদি গুজরাতে দেখিয়েছিলেন এবং সেই জনপ্রিয়তা

—এরপর চারের পাতায়

জানা-অজানা ভাইরাস কথা

অশ্বিনীকুমার

দেড় বছর হয়ে গেল সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে উথাল-পাথাল। পৃথিবীর কোনো দেশ নেই যে এই অপ্রতিরোধ্য সংক্রমণের বাইরে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে সক্ষম হয়েছে। সংক্রমণ, রোগ-ভোগ ও তার ওপর লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করেছে সারা বিশ্বে। এই অভিঘাতে একটি বিষয় উঠে এসেছে জনমানসে ধীরে ধীরে। তা হল বিজ্ঞানের ওপর গভীর আস্থা। মনের অতলে প্রতিদিনের জীবনযাপনে বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীলতা ছিল অগোচরে। জীবনের নানা ছন্দে বিজ্ঞানের ভূমিকা কি তা নিয়ে খুব একটা ভাবনার চিহ্ন দেখা যেত না জনমানসে। যা কিছু আমরা সহজে পেয়েছি বহু বিজ্ঞানীর গভীর নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রমের দান হিসাবে, তাকে 'পয়সা ফেললেই পাওয়া যায়' গোছের এক সমাজ-বিযুক্ত নির্লিপ্ত মানসিকতার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছি অনায়াসে। আসলে পয়সা থাকলে সব হয় গোছের মনোবৃত্তির দাসত্ব করতে করতে আমরা ভুলতে বসেছিলাম, পয়সা দিয়ে যা পাওয়া যায় তার পিছনে আছে শ্রম; বৌদ্ধিক, কায়িক দু-ধরনের শ্রমই আমার যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্যের আড়ালের কথা। এই সত্য ভুলে যাওয়ার সহজ রাস্তায় বিপদ হয়ে এলো করোনা সংক্রমণ। ধনী, দরিদ্র সকলেই আক্রান্ত সমানভাবে। পৃথিবীর বড়লোকের দেশের মানুষ মরতে লাগল ধারণাতীত সংখ্যায়। পয়সা যে সবসময় শেষ কথা বলতে পারে না তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল করোনা সংক্রমণ। এ কেমন জীবাণু, যা সবধরনের বাজারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতে সমর্থ? এ কেমন রোগ যেখানে গরিব বড়লোকের ফারাক বাঁচা-মরাকে নিয়ন্ত্রণ করে না? বোধহয় এমন যে শব্দটা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হচ্ছে তা হল করোনা ভাইরাস। এই ভাইরাসের ভয়ে কাঁপছে গোটা দুনিয়া। ধনী-নির্ধন এক হয়েছে অদৃশ্য ভাইরাসের ধাক্কায়।

যারা জনবিজ্ঞানের নানা শাখায় বিশেষজ্ঞ তাদের কাছে ভাইরাস নতুন কোনো শব্দ নয়। তাদের কাছে ভাইরাসের বহুবিধ কীর্তিকলাপ অজানা না হলেও সর্বসাধারণের কাছে ভাইরাস এক আতঙ্কের নাম, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এই ভয়ের পরিবেশের মধ্যেও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা জানতে চান ভাইরাস ব্যাপারটা কি? এ কি এমন কিছু যার জন্য জ্ঞানের উচ্চমার্গে ঘোরাফেরা আবশ্যিক। বোধহয় ব্যাপারটা তা নয়। এ যুগে তথ্য প্রযুক্তির ঠাসবুনটে জানার জগত উন্মুক্ত হয়েছে অনেকদূর অবধি। তাই 'আমার বিষয় নয়'-এর মতো পুরানো ধারণা দূরে ঠেলে ভাইরাসের জগতে একটু উঁকি দিলে ক্ষতি কি?

ভাইরাস আসলে কি? এর উত্তর এক কথায় দিতে হলে বলতে হবে—জীবন্ত রাসায়নিক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা রাসায়নিক পদার্থের সমুদ্রে ডুবে আছি বলা যায়। এর মধ্যে ভাইরাসকে ধরলে, তাকে জীবন্ত রাসায়নিক বলতে হবে। এর অবস্থান যেন জীব ও জড়ের মাঝামাঝি। আমাদের শরীরে ঢুকে ভাইরাস যখন আমাদের অসুস্থ করে তোলে, তখন তার আচরণ জীবের মতো। আবার প্রকৃতিতে জীবন্ত কোন কিছুর বাইরে থাকলে তাকে জড় বলেই মনে হয়।

আমাদের চারিদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশে, জল, স্থল ও বাতাসে অদৃশ্য লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে প্রাণের জগত তাদের আমরা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রোটোজোয়া ও বিন্দু ফাঙ্গাস হিসাবে চিনে থাকি। এখন করোনা ভাইরাসের দৌলতে ভাইরাসের পাশাপাশি ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের কথা উঠে এসেছে। ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের আনুবীক্ষণিক ছবি এখন খবরের কাগজ ও টেলিভিশনে সহজলভ্য।

সাধারণভাবে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণের জগতে যে রাসায়নিক সকল প্রাণের মূল চালিকাশক্তি তা হল ডি.এন.এ ও আর.এন.এ। এখন এই শব্দদুটির পরিচয় স্কুলের গণ্ডীতে যে ছাত্র-ছাত্রীরা আছে তাদের সকলেরই জানা। গোটা প্রাণের জগতে কোষে কোষে ডি.এন.এ ও আর.এন.এ-এর উপস্থিতি জীব ও জড়ের ফারাক করে দেয়। ব্যতিক্রম শুধু ভাইরাস, সেখানে হয় ডি.এন.এ বা আর.এন.এ ভাইরাস যে-কোনো এক ধরনের রাসায়নিক, যাকে আমরা নিউক্লিইক অ্যাসিড বলি তা ধারণ করে। অর্থাৎ ভাইরাসের শরীরে একইসঙ্গে ডি.এন.এ ও আর.এন.এ পাওয়া যাবে না। সুতরাং ভাইরাসকে মূলগতভাবে ডি.এন.এ ভাইরাস ও আর.এন.এ ভাইরাস, এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। এরপর ভাইরাসের গঠন ও অন্য নানা রাসায়নিক, আণুবীক্ষণিক বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে তাকে আরও নানা বিভাগে ভাগ করেন বিজ্ঞানীরা। এভাবে ডি.এন.এ ভাইরাসের ছয়টি ও আর.এন.এ ভাইরাসের প্রায় পনেরোটি বিভাগ আছে।

এই আণুবীক্ষণিক প্রাণের জগতের বাসিন্দারা সকলেই যে আমাদের অসুস্থ করে তোলে তা নয়। চিকিৎসাজগতে আমরা শুধুমাত্র রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম ভাইরাসদের নিয়ে আলোচনা করে থাকি। তবে শুধু ভাইরাস নয়, প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের ক্ষেত্রেও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান সীমিত রোগসৃষ্টিতে সক্ষম প্রোটোজোয়া ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক বা ফাঙ্গাসের মধ্যে। সকলের জানা দু-একটি রোগ, যেমন ফোঁড়া, ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ। আবার দাদ হল ফাঙ্গাস বা ছত্রাকঘটিত রোগ। আমাশয় হল প্রোটোজোয়াঘটিত রোগ। এর পাশাপাশি ম্যালেরিয়া ও প্রোটোজোয়াঘটিত রোগের মধ্যে পড়ে। চেনা রোগের মধ্যে কলেরা হল ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ।

ফিরে আসি ভাইরাসঘটিত রোগের জগতে। স্মল পক্স নির্মূল হয়েছে পৃথিবী থেকে। এটি একটি ভাইরাসঘটিত রোগ, যা সফল টিকাকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ব থেকে নির্মূল হয়েছে। আবার পোলিও নির্মূলের যে কর্মসূচি সারা বিশ্বে সব দেশ গ্রহণ করেছে, সেই পোলিও হল ভাইরাসঘটিত রোগ; এবং এটি একটি আর.এন.এ ভাইরাস। করোনা ভাইরাস হল আসলে একটি আর.এন.এ ভাইরাস। ২০০২-২০০৩ সালে যে সার্স-এর কথা আমরা জানতাম, এবং যে সার্স রোগ নিয়ে সে সময়ে মূলস্রোতের মিডিয়ায় প্রচুর আলোচনা হয়েছে তা হল আসলে করোনা ভাইরাস। বর্তমানে যে করোনা ভাইরাসের কথা আমরা আলোচনা করি তা হল এক নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস—তাই তাকে নভেল করোনা ভাইরাস নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ভাইরাসের প্যানডেমিকে এখন পৃথিবী টলোমলো। ভাইরাসের এই পরিবর্তিত চেহারা, যার সুবাদে একে নভেল করোনা ভাইরাস বলা হচ্ছে তা হল বিজ্ঞানের পরিভাষায়—মিউটেশন। এই মিউটেশন ঘটে আর.এন.এ ভাইরাসের ক্ষেত্রে আর.এন.এ মধ্যে ও ডি.এন.এ ভাইরাসের ক্ষেত্রে ডি.এন.এ-এর মধ্যে। প্রাণী ও উদ্ভিদ, সর্বত্র, মিউটেশন ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত, করোনা ভাইরাসঘটিত প্যানডেমিক বা বিশ্বব্যাপী রোগের প্রাদুর্ভাবের ঘটনা ঘটেছে আরও একটি ভাইরাসের প্রকোপে, অতীতে। তা হল ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যানডেমিক। ১৯১৮ সালে এই ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ সারা বিশ্বকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস হল একটি আর.এন.এ ভাইরাস, বর্তমানে বয়স্ক মানুষদের ইনফ্লুয়েঞ্জার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রতি বছর ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা দেওয়া হয়। প্রতি বছর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের মিউটেশনের কারণে, নতুন ধরনের টিকা প্রতিবছর বাজারে আসে।

জন্ডিস শব্দটার সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে। কোথাও কোনো বিষয়ে খারাপ কিছু বোঝাতে 'কেস জন্ডিস' শব্দবন্ধ ব্যবহার হয় কথায় কথায়। অর্থাৎ জন্ডিস যে বেশ কঠিন ব্যাপার সে বিষয়ে সকলেই সচেতন। ভাইরাসঘটিত জন্ডিসের মধ্যে পড়ে হেপাটাইটিস-এ, হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটি-সি। হেপাটাইটিস-এ হল আর.এন.এ ভাইরাসঘটিত রোগ। আবার হেপাটাইটিস-সি ও হল আর.এন.এ ভাইরাস ঘটিত রোগ। হেপাটাইটিস-বি কিন্তু ডি.এন.এ ভাইরাস ঘটিত রোগের মধ্যে পড়ে। হেপাটাইটিস-বি-এর বিরুদ্ধে টিকাকরণ এখন সরকারি, বেসরকারি সব ধরনের পরিষেবায় সহজলভ্য।

আমাদের সকলের জানা রোগের মধ্যে একটি হল চিকেনপক্স। এটি একটি ডি.এন.এ ভাইরাসঘটিত রোগ। আবার হাম রোগের নাম শোনেনি এমন মানুষ পাওয়া ভার। হাম হল একটি আর.এন.এ ভাইরাসঘটিত রোগ।

এই করোনা আবহে মাঝেমাঝেই ডেঙ্গুর কথা শোনা যাচ্ছে। ডেঙ্গু কিন্তু ভাইরাসঘটিত রোগ এবং এই রোগের ভাইরাসটি হল আর.এন.এ ভাইরাস।

আর.এন.এ ভাইরাসঘটিত নানা রোগের মধ্যে দুটি রোগের উল্লেখ অবশ্যই করা উচিত। একটি হল জলাতঙ্ক। এই রোগ হওয়ার অর্থ হল মৃত্যু। এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকরী টিকা পাওয়া যায় বাজারে। জীবাণু সংক্রমণের পরে দ্রুত জলাতঙ্কের টিকা দিলে জীবনহানির আশা প্রায় থাকে না বললেই চলে। দ্বিতীয় যে আর.এন.এ ভাইরাসঘটিত রোগ সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, এবং যে রোগের কারণে এখন বহু মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, নানা চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ সত্ত্বেও, তা হল এইডস। এইডস-এর বিরুদ্ধে লড়াই চলছে বিশ্বব্যাপী। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য-সচেতনতার নিম্নমানের জন্য এই রোগ এদেশে বহু মানুষের জীবন ধ্বংস করে চলেছে।

এই বহুল পরিচিত, আলোচিত কিছু ভাইরাস-ঘটিত রোগের আলোচনার পরিধির বাইরেও বহু স্বল্পপরিচিত রোগের সংক্রমণ দেখা যায় মানুষের মধ্যে। যে বিষয়ে আলোচনা এই পরিসরের বাইরে থাকল।

মনে রাখতে হবে, ভাইরাস শুধু মানুষকে সংক্রমিত করে না। পশু, উদ্ভিজেরাও ভাইরাস ঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রকৃতিতে নানা আধুনিক অনুসন্ধানের দৌলতে ভাইরাসের চেয়েও ছোট আকারের কিছু বস্তু পাওয়া গেছে, যা রোগ সংক্রমণে সক্ষম। আলুর মধ্যে এজাতীয় জিনিস পাওয়া গেছে বলে বিজ্ঞানীরা দাবি করেন। এদের নাম দেওয়া হয়—ভাইরয়েড। এই জীবাণু টম্যাটোকেও সংক্রমিত করতে সক্ষম। ভাইরাসের মতো, কিন্তু ভাইরাস নয়, এমন এক বস্তু পাওয়া গেছে, যা ভাইরয়েডও নয়। বিজ্ঞানীরা একে বলেন—প্রিয়ন। 'কুরু', 'ব্রুজফেলজ জ্যাকব ডিসিস' নামে বিরল রোগের

—এরপর চারের পাতায়

উপগ্রহভিত্তিক স্থান নির্ণয় : সূত্র ও ব্যবহার

অনিন্দ্য বোস

চাঁদের পাহাড় গল্পের নায়ক শঙ্করকে মনে আছে নিশ্চয়ই। তীব্র অনুসন্ধিৎসা নিয়ে প্রত্যন্ত আফ্রিকার প্রান্তরে পৌঁছে দিক হারিয়ে প্রায় মৃত্যুর মুখে পৌঁছেছিল আমাদের নায়ক। যদি এমনটি হতো যে তার কাছে এমন একটি যন্ত্র থাকতো যার সাহায্যে সে যে-কোনো সময়ে তার অবস্থান নির্ণয় করতে পারত? অবশ্যই গল্পের রোমাঞ্চ থাকতো না, কিন্তু আমাদের গল্পের নায়ককে এমনটা বিপদে পড়তে হতো না। আজকের দিনের ছেলে-মেয়েরা ভাববেই—এ আবার এমন কি? একটা মুঠোফোন থাকলেই তো তার জিপিএস ব্যবহার করে যে কেউ নিজের অবস্থান জানতে পারবে। আসলে ঠিক এই বিষয়টি নিয়েই আমি আলোচনা করতে চাইছি—উপগ্রহ সংকেত (signal)-এর সাহায্যে নিজের অবস্থান নির্ভুলভাবে জানার পদ্ধতি এবং ভারতবর্ষের নিজেদের এই পদ্ধতিটি কেমনভাবে কাজ করে।

প্রগৈতিহাসিক যুগ থেকেই নিজের অবস্থান নির্ণয় মানবজাতির বেঁচে থাকার অন্যতম হাতিয়ার। গুহাবাসী মানুষের শিকার করার পর নিজেদের গুহায় ফেরার জন্য প্রয়োজন ছিল সে এখন কোথায় এবং গুহায় ফিরতে কোন দিকে যেতে হবে তা দ্রুত জানা—নয়তো রাতের অন্ধকারে হিংস্র পশুর কাছে তার প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা ছিল। আবার সভ্যতার প্রথম দিকে নৌচালকদের দিক এবং অবস্থান সম্পর্কে ধারণা একান্ত দরকার ছিল। স্থলভাগে গাছ, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (landmark) এবং নক্ষত্রদের সাহায্য নিয়েই মানুষ নিজের অবস্থান ও দিক নির্ণয় করতো। নিশ্চয়ই মনে পড়বে 'গুপ্তধন' গল্পে রবীন্দ্রনাথের দিক নির্দেশ ''তেঁতুল বটের কোলে দক্ষিণে যাও চলে...''। মাঝসমুদ্রে দিনে সূর্য এবং রাতে নক্ষত্রমণ্ডলীই ছিল জলযানের আরোহীদের অবস্থান এবং দিক নির্ণয়ের একমাত্র রাস্তা। ইতিমধ্যে চুম্বক-এর আবিষ্কার দিকনির্ণয়ের কিছুটা সহায়তা করল—কারণ আমরা জানি যে, একটা চুম্বক বা চৌম্বক পাথর (লোডস্টোন)কে সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে তার একটি প্রান্ত সবসময় উত্তরদিক নির্দেশ করে কিন্তু তা সত্ত্বেও দিক এবং অবস্থান নির্ণয়ের এই পদ্ধতিগুলি ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল—মেঘলা আকাশে সূর্য বা নক্ষত্রগুলি দেখা যায় না এবং সামান্য হিসেবের ভুল প্রাণ এবং সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল অবস্থান এবং দিকনির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রের। তার মধ্যে একটি হল ভালো ঘড়ি—যার আবিষ্কারের কাহিনিও আকর্ষণীয় এবং রোমহর্ষক। কিন্তু এই আলোচনার পরিসরে তাকে আমরা আপাতত সরিয়ে রাখি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আবিষ্কার হয় রাডার—যা অবস্থান নির্ণয়ের একটি সহায়ক যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। কিন্তু মানবসভ্যতা এর চেয়েও সহজ ও নির্ভুল অবস্থান নির্ণায়ক যন্ত্রের খোঁজে ছিল। ১৯৬০ এবং সত্তরের দশকে কৃত্রিম উপগ্রহ এবং তার ব্যবহারগুলি অভূতপূর্ব সাফল্য পাবার পরে স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহকে ব্যবহার করা যায় কিনা তার প্রয়াস শুরু হয় এবং ৮০-র দশকের শেষদিকে প্রাথমিক সাফল্য আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯০-এর দশকের শুরু থেকে GPS বা Global Positioning System নামক কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় ব্যবস্থা শুরু করে। অন্যদিকে তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়াও এই সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি চালাতে থাকে। এবার খুব সহজে এই ব্যবস্থার মূল নিয়মটি বুঝে নেওয়া যাক। পৃথিবীর উপরিতলে বা তার কাছাকাছি যে-কোনো বস্তুর অবস্থান জানতে তার বিষয়ে তিনটি অজানা রাশি আমাদের জানতে হবে—অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তার উচ্চতা। যেগুলি আমরা প্রারম্ভিক ভূগোল শিখতে গিয়ে জেনেছি।

ঘড়ি বিষয়ে আলোচনা তাই আগে এসেছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অজানা রাশির মোট সংখ্যা হলো চার। বীজগণিতের সাধারণ সূত্র অনুযায়ী চারটি অজানা রাশির সমাধান করতে চারটি সমীকরণ তৈরি করতে এবং একসঙ্গে তাদের সমাধান করতে হয়। এই চারটি সমীকরণ তৈরি করতে তাই ব্যবহারকারীকে একসঙ্গে চারটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সংকেত পেতে হয় এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রকে চারটি সমীকরণ তৈরি করে তার সমাধান করতে হবে। পুরো বিষয়টির মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অতি উন্নত কৌশল যুক্ত রয়েছে। সমাধানের শেষে ব্যবহারকারী পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায়, যে-কোনো সময়ে ছোট একটি যন্ত্রের সাহায্যে তার নিজের অবস্থান অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতা হিসেবে জানতে পারেন। সাধারণভাবে, এই পদ্ধতিতে ৬-১০ ফুটের মধ্যে ব্যবহারকারী তাঁর অবস্থান জানতে পারেন, এর পরের ধাপের প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করলে ব্যবহারকারী কয়েক সেন্টিমিটার, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে মিলিমিটার পর্যন্ত নির্ভুলভাবে ব্যবহারকারীর অবস্থান জানা যায়—বোঝাই যাচ্ছে এই প্রযুক্তি আগেকার সব প্রযুক্তির চেয়ে নির্ভুল এবং মাত্রায় ব্যবহারকারীর অবস্থান নির্ণয় করতে পারে।

১৯৯০-এর দশকে GPS তার যাত্রা শুরু করার পর রাশিয়ার গ্লোনাস (GLONASS), ইউরোপীয় ইউনিয়নের গ্যালিলিও এবং চীন দেশের বাইদু (BAIDOU) উপগ্রহভিত্তিক ব্যবস্থাগুলি পৃথিবীজুড়ে (BLOBAL) তাদের পরিষেবা শুরু করে। অন্যদিকে পৃথিবীর সুনির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে জাপানের ZQSS এবং ভারতের NAVIC/IRNSS আঞ্চলিক পরিষেবা প্রদান শুরু করে। ঠিক এই মুহূর্তে বিভিন্ন কক্ষপথে কেবলমাত্র অবস্থানজনিত পরিষেবা প্রদান করার জন্য সবকটি পদ্ধতির মোট ১৩১টি উপগ্রহ রয়েছে এবং অনতিদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ কোরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির প্রয়াসে নতুন উপগ্রহমণ্ডলীর উৎক্ষেপন এবং কাজ শুরু আশা করা হচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন আসে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই পদ্ধতি কেন বিভিন্ন দেশগুলি আলাদা আলাদা ভাবে শুরু করেছে আর কেনই বা নতুন আরো দেশ তাদের নিজস্ব ব্যবসা তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে? সাধারণভাবে এর উত্তর দুটি।

প্রথমত, সামরিক দিক থেকে স্বনির্ভরতা এবং দ্বিতীয়ত, পৃথিবীজোড়া ব্যবসার সম্ভাবনা। যেমন ভারতের ক্ষেত্রেই কারগিল যুদ্ধের সময় GPS ব্যবহার করার সমস্যা থেকেই সরকারি পরিকল্পনা গৃহীত হয় নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার এবং তাকে যথাযথ এবং সাফল্যের সঙ্গে রূপ দেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র বা ইসরোর বৈজ্ঞানিকরা। ২৯১৯ সালের শেষদিকে প্রকাশিত ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (European Space Agency)-র পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি বিবরণে বলা হচ্ছে ২০১৯-২০২৯ সালের মধ্যে অবস্থানজনিত ব্যবস্থা এবং তৎসংক্রান্ত পরিষেবায় সারা পৃথিবীর ব্যবসার পরিমাণ হবে প্রায় ২৫২৫ বিলিয়ন

—এরপর চারের পাতায়

—প্রথম পাতার পর

দিন ফিরছে না ফেরিওয়ালাদের

ঘোষণা ডেরায় ফেরা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আবার সেই বসে বসে খাওয়া। বাড়ে দেনা। শেষে সকলে মিলে বাস রিজার্ভ করে ৪০০ টাকা মাথাপিছু ভাড়া দিয়ে ডেরায় ফিরি। দৈনিক বেরিয়ে পড়ি ফেরি করতে। ৪০-৫০ কিমি সাইকেলে ডাঁই পোশাক নিয়ে যখন বাড়ি ফিরি ততক্ষণে শরীরের রস রক্ত জল হয়ে গেছে। করোনাকালে বিক্রি তলানিতে। লোকের হাতে টাকা নেই। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোড়া। বর্ষার দুর্যোগ কেড়ে নিয়েছে ফেরি।

এটাই ফেরিওয়ালাদের বারমাস্যা। দুয়ারে-দুয়ারে ফেরি, ঈদে জোটেনি পরিবারের পোশাক। তবুও সাইকেলে প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে যদি কোনোদিন নিজের চাকা ঘোরে সেই আশায় দিন গুনছে গাদাগাদি করে থাকা কেষ্টপুরে ৫০ জন ফেরিওয়ালা।

উপগ্রহভিত্তিক স্থান নির্ণয়

—তিনের পাতার পর

ইউরো, ভারতীয় টাকার মূল্যে যা প্রায় ২২৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীজোড়া এই বিরাট বাজারকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টায় প্রতিটি মহাকাশ-শক্তিধর দেশই প্রয়াস চালাচ্ছে।

এই উপগ্রহভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় ব্যবস্থার ব্যবহার অভূতপূর্ব এবং অনেক ক্ষেত্রে কল্পনাতীত। এর মূল ব্যবহার তিনটি—অবস্থানজনিত পরিষেবা, সময়রক্ষা এবং রেডিওতরঙ্গ বিষয়ে গবেষণা। অবস্থানজনিত ব্যবহার এর ক্ষেত্রগুলি সুদূরপ্রসারী—কৃষি, পশুপালন, প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যবেক্ষণ, সড়ক, রেল, জলযান এবং আকাশযানের পর্যবেক্ষণ এবং তার মাধ্যমে বুদ্ধিদীপ্ত গণপরিবহন ব্যবস্থা। ভূতাত্ত্বিক গবেষণা এবং সর্বোপরি অত্যন্ত নির্ভুল জরিপ ব্যবস্থা। মুঠোফোনগুলিতে এই ব্যবস্থা চালু হবার পর সাধারণ মানুষও অত্যন্ত কম খরচে নিজের অবস্থান জানতে পারছেন এবং এই সুবিধা উপগ্রহভিত্তিক অবস্থান নির্ণয়ের ব্যবসাগুলির নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে—নতুন শব্দাবলী, অবস্থান ভিত্তিক পরিষেবা বা Location Based Service (LBS) নামে যা পরিচিত হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী সময়কে রক্ষা করতে কিংবা রেডিও তরঙ্গের গবেষণার কাজে এই পদ্ধতির ব্যবহার পরে কোনও সময় আলোচনা করা যাবে।

ভৌগোলিকভাবে ভারতবর্ষ এমন একটি জায়গায় অবস্থিত যেখানে প্রতি দেশের তৈরি এমন ব্যবস্থাগুলির সংকেত পাওয়া যায়। যে-কোনো মুহূর্তে ভারতের যে-কোনো জায়গা থেকে প্রায় ৫০টি উপগ্রহ থেকে অবস্থান নির্ণয় করার উপযোগী সঙ্কেত পাওয়া যায়।

অন্যদিকে এই পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিটি শাখার থেকে দক্ষ কর্মীদের প্রয়োজন। তাই সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে বহু সংখ্যায় কাজের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব যে বিষয়ে যত্নবান হওয়া দরকার। অন্যদিকে ভারতবর্ষের মতো দেশে কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, গণপরিবহন ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিতে এই প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার রূপায়ণেরও যথাযথ প্রয়াস দরকার। এর মধ্য দিয়েই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানুষের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

প্রান্তজন—আত্মজন (১১)

রত্না রশীদ

আমি আর বুধনের বাপ ভাত খেয়ে মাঠে গেলাম ধান কাটতে। কিছু কিছু আগেই কেটে টিপ দিয়ে রেখে গেছিলাম আগের কয়েকটা দিনে। আরও বেশ কিছুদিনের কাজ পড়ে রয়েছে।...

—তোমাকে দিয়ে মাঠের ধান কাটা কাজ করাতো ওরা? ...আমার চোখে জল বেরিয়ে এলো।

—না না, ওরা আমাকে দিয়ে কাজ করাতে যাবে কেনরে বোকা! আর আমি ছাই জানি নাকি ওদের ওসব নিপুণ কাজ। একটা বাড়তি কাস্তে দিয়েছিল ওটা নিয়ে ওদের সঙ্গে মাঠে যেতাম, ওই কাস্তেটা দিয়ে এক ঘন্টায় যা ধান কাটতাম আমি সেটা ওদের দশ মিনিটের কাজ। মাঠে আমার কাছাকাছি থাকতো—প্রায় ঘিরেই আমার আশ্রয়দাতা বন্ধুজন। বাড়িতে একটা ধুমসো পুরুষ অসুখ নেই বিসুখ নেই বসে থাকলে, কর্মীষ্ঠ সমাজে সেটাই একটা খবর হয়ে চাউর হয়ে যাবে। ওরা আমাকে সর্বক্ষণ আগলে আগলে রাখতো। ওদের ঝামেলা কি কম! একে তো আমার মুখের ভাষা কলকাত্তাইয়া, তারপর বেয়াড়া শারীরিক গঠন ওদের সমাজে বেখাপ্পা, আরও কতো কতো বেমানান ব্যাপার ছিল আমার মধ্যে। আমি তো এক পোষাকে পালিয়ে পৌঁছেছি ওদের কাছে। আমার সাজ পোষাক, গায়ের রঙ, গঠন, খাদ্যাভ্যাস, সিগারেটের নেশা, পায়ের জুতো মোজা থেকে পকেটের ফাউন্টেন পেন, গলার পৈতে সব তো আমার সঙ্গেই পালিয়ে এলো এখানে। আমার সঙ্গে কোনো বাক্স-টাক্স ছিল না। এখন এতো কিছু মাথায় ছিলও না আমার.... কি করে পুলিশ এড়াই এটাই ছিল একমাত্র চিন্তা। যাহোক, সব ছেড়ে ওখানে একটা ছোট চটের থলিতে পুরে রেখেছিলাম। ওদের দেওয়া একটা লুঙ্গি গামছা পরে প্রথম চটকা ভোল পাল্টে ওদের গঞ্জ থেকে দুটো লুঙ্গি গামছা আনিয়েও শান্তি পেলাম না। আমার লুঙ্গি পরার অভ্যেস ছিল না। তার পরেও জোড়া জোড়া নতুন। বেখাপ্পা লাগছিলো। মিল খাচ্ছিলো না সেখানকার সেট আপে। তখন করলাম কি, নতুনগুলো ওদের দিয়ে পুরনোগুলো চেয়ে নিলাম। নিয়ে ভাবলাম, ছদ্মবেশ কমপ্লিট।

তো, সেদিন দুপুর আড়াইটে তিনটে নাগাদ ফিসফাস করে খবর চলে এলো, পুলিশ আসছে। আমি লুঙ্গি পরে গামছা মাথায় দিয়ে কাজ করছিলাম। গামছাটা মাথার থেকে নামিয়ে কোমরের কাছে লুঙ্গির ওপরেই দড়ির মতো পাকিয়ে বেঁধে নিলাম। বুধনের বাপ আমার হাওয়াই চটি কেড়ে নিয়ে একটু দূরে ধান-সমুদ্রে ফেলে দিলো। তক্ষুনি মনে পড়লো—পায়ের জরি-নাগরার জন্যে সিরাজ ধরা পড়ে গেছিল। আমার মাথায় একটা ধানের বোঝা মাথায় তুলে দিয়ে বললো—পালাও। আরও দুজন আমার সঙ্গে ধানের বোঝা মাথায় আগে পিছে পাহারায় চললো। ধানগুলো এমন ঝুলে আছে মুখের ওপর কারো মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। পুলিশ আসছে দেখা গেলো দূর থেকে। বুধনের বাপ আমাকে শিখিয়ে দিলো—'তুমি যেদিক থেকে পুলিশ আসছে সেদিকেই হাঁটা দাও'। আমি একটু থমকে গেলাম। ও বললো, 'উল্টো দিকে গেলে ওদের সঙ্গে ছুটে পারবে না। ছুটলেই সন্দেহ করবে, সন্দেহ হলেই দলবল নিয়ে তোমায় তাড়া করবে। তুমি পেরে উঠবে না। পুলিশের সামনে দিয়েই এগিয়ে যাও। আমি উল্টো দিকে ধান মাথায় আরো ক'জনকে দৌড় করাচ্ছি।'

আমি তখন সিগারেট খাচ্ছিলাম। কেড়ে নিয়ে পায়ে চিপে আগুন নিভিয়ে কোঁচড়ে গুঁজে নিলো, নেভা হলেও সিগারেটের টুকরো পুলিশকে সন্দিগ্ধ করবে। এবার ধানের বোঝায় প্রায় মুখ থেকে পুলিশের দিকে আমরা তিনজন আগে পিছে করে এগিয়ে যাচ্ছি। পুলিশ প্রথম জনকে কি জিজ্ঞেস করলো শুনতে পেলাম না। আমি অনেক আগে থেকেই খক্-খক্ করে কাশতে শুরু করেছি। আমার সঙ্গে কাশির ভয়ে কথাই বললো না, শুধু লাঠি দিয়ে ধানের বোঝাটার ওপর একটা ঠোক্কর মেরে আমার পেছনের জনকে ধরলো—'এই তোদের গাঁয়ে শহর থেকে কোনো বাবু এসেছে?' ও যথারীতি 'না' বললো। ততক্ষণে পুলিশের চোখে পড়ে গেছে উল্টোদিকে তিনজন ধানের বোঝা মাথায় প্রায় দৌড়চ্ছে। আর ওখানে দাঁড়ায়! দলবল নিয়ে দৌড় লাগালো ফুলিশ পুলিশের দল। আমরা তিন বন্ধু ধীরেসুস্থে গল্প করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছি, উল্টোদিকে পুলিশ নিজেই দৌড়ে দূরত্ব বাড়িয়ে নিচ্ছে। আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে, একটা জায়গায় ধানের বোঝা নামিয়ে রেখে আমার বন্ধু দুজন আবারও তিনচারটে গ্রাম পেরিয়ে অন্য এক গ্রামে স্বজনবন্ধু আত্মজনের পরিবারের একজন করে দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সঁপে এলো।

(চলবে)

ঘোষিত এবং অঘোষিত জরুরি অবস্থা সেকাল-একাল

—দুয়ের পাতার পর

কাজে লাগিয়ে গুজরাতকে হিন্দুত্বের ল্যাবরেটরি বানিয়েছিলেন। আর তাই আর.এস.এস পরিকল্পিতভাবেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছে। আর কর্পোরেটও তাঁকে চাইছিল। তাই তাঁর পরিত্রাতার (Saviour) ইমেজ কর্পোরেট মিডিয়া গড়ে তুলেছে। একটি কর্তৃত্ববাদী সাংস্কৃতিক চেতনা মোদি আর.এস.এসের সাহচর্য ও সহযোগিতায় গড়ে তুলতে চাইছেন। বেশ কিছুটা পেরেছেন। এক ধরনের ভক্তিবাদের জোয়ার গড়ে তুলেছেন। ইন্দিরা জরুরি অবস্থার সাথে মোদি সরকারের অঘোষিত জরুরি অবস্থার পার্থক্য হল ইন্দিরা এমন একটি স্বৈরতান্ত্রিক পরিচালনা ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন যার জনভিত্তি ছিল দুর্বল। আর মোদি অঘোষিত জরুরি অবস্থাতেও স্বৈরতান্ত্রিক পরিচালনা ব্যবস্থা কায়েম করেছেন—যার একটি জনভিত্তি এখনও দুর্বল হয়ে যায়নি। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠবাদের ভিত্তিকে দৃঢ় ও প্রসারিত করে এবং ভক্তিবাদের বন্যা বইয়ে জরুরি অবস্থার অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে তিনি স্বাভাবিক করে তুলতে পারছেন। ইন্দিরার ছিল নেতৃত্ব প্রদানের ক্যারিশমা, আর মোদির আছে নেতৃত্ব প্রদানের ক্যারিশ্মার পাশাপাশি মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি বাহিনী যারা তার জয়গান গেয়ে চলেছে আর তাই মোদি গণতান্ত্রিক পরিসরকে ভেঙে ফেলতে যেমন দ্বিধা করেন না তেমনি হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী মানুষ, বিশেষ করে মহিলাদের উপর আক্রমণকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। রাফাল দুর্নীতিকে আমল দেন না। তাই আজকের অঘোষিত জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইটা আরো কঠিন, আরো গভীরতর। আশার কথা একটাই, শেষ কথা বলবে মানুষ। আর সে মানুষ জাগছে। প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে।

আমাদের রাজ্য

আমাদের রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিধানসভা নির্বাচনে মোদি-অমিত শাহের বিজয়রথ আটকে দিয়েছে। ২০১১ সালে পরিবর্তনের সরকারের সময় বদলার রাজনীতি বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের উপর অভূতপূর্ব আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। একটি লুম্পেন বাহিনী রাজ্যের শাসক দল গড়ে তুলেছে। শাসকদলের তোলাবাজি, দুর্নীতি এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি আমাদের রাজ্যের গণতন্ত্রের পতাকাকে ভুলুণ্ঠিত করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এদের হাত হতে মুক্তি চান। তবু এদের বড় অংশ মনে করেছে বিজেপিকে আটকাতে হবে, তাতে তোলবাজরা ক্ষমতায় আসে আসুক। এই নেতিবাচক ভাবনার মধ্যে ইতিবাচক যে উপাদান আছে তাকে বুঝে এই জনমতকে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে আনতে হবে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই-এ যে বামপন্থীরাই সবচেয়ে বেশি দৃঢ় ও বিশ্বস্ত সেই ভাবনাকে প্রোথিত করতে হবে। ক্ষমতায় না বসলেও সাম্প্রদায়িকতাবাদী দলটি ভালো ভোট পেয়েছে, অনেকগুলি আসন পেয়েছে। সবাই যে সাম্প্রদায়িকতাবোধ হতে এদের ভোট দিয়েছে এমন নয়। তোলাবাজদের হাত হতে রাজ্যকে রক্ষা করতে জনগণের একটা অংশ এদেরকে বিকল্প ভেবেছে। তাই এখানেও নেতিবাচক ভাবনার মধ্যে ইতিবাচক উপাদান আছে। সেটাকেও আমাদেরকে বিবেচনার মধ্যে এনে কার্যক্রম রচনা করতে হবে। লড়াইটা কঠিন নিঃসন্দেহে। কার্যত শূন্য হতে শুরু। তবু মানুষের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। কেননা কবিগুরুর ভাষায় মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো হলো পাপ।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া রয়েছে, অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। -*কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

জানা-অজানা ভাইরাস কথা

—তিনের পাতার পর

কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা প্রিয়নকে দায়ী করেন।

সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে অদৃশ্য, ক্ষুদ্র প্রাণের জগত ক্ষুদ্র হলেও অবহেলার বস্তু নয়। লক্ষ, কোটি সংখ্যায় এই অতিক্ষুদ্র প্রাণের প্রবাহ আমাদের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর বিপক্ষে দাঁড়ালে, তাদের সংঘশক্তি আমাদের জীবনে আনতে পারে নানা বিপর্যয়। বর্তমানে করোনা থেকে পিছনে তাকালে ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, প্লেগের মতো মহামারির ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এটুকু বলা যায়, ভবিষ্যতে আবার কোনো বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দূর করার কাজ শুরু করা দরকার আজই। হোমো সেপিয়েন্স বা নিজেদের জ্ঞানী মানুষ হিসাবে ঘোষণা করা এই আমরা কি নিজেদের কাজেকর্মে সেই জ্ঞানী মানুষের চিহ্ন রাখছি কোথাও?

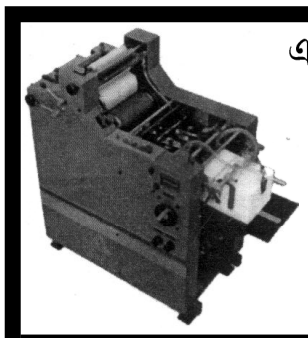

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা